93519 - উঠতি বয়সরে ময়েদেরে প্রতি উপদশে ও বন্ধু নর্বিাচন

প্রশ্ন

আমি কীভাবে একজন আধুনকি টনিজোর ময়েে হতে পারি এবং একই সাথে নজিরে পরবিাররে কাছে প্রয়িভাজন হতে পারি, যাকে সবাই ভালোবাস? কীভাবে আমি আমার এমন বান্ধবী থকেে মুক্ত হতে পারি যাকে আমি ভালোবাসি না এবং যাকে ভালোবাসার কোনো উপায় আমি খুঁজে পাই না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বয়ঃসন্ধকিাল একজন মানুষরে জীবনরে সবচয়েে গুরুতর ও ভয়াবহ সময়কাল। এ সময়ে মানুষরে শরীর, ববিকে-বুদ্ধি, আবগে-অনুভূতি ও জবৈকি নানান পরবির্তন সংঘটতি হয়। শয়তান এ সময়ে বভি্রান্তরি সকল পন্থা ও মাধ্যম ব্যবহাররে চষ্টো করে। তাই প্রত্যকে টনিজোর ছলে-ময়েরে উচতি হচ্ছে নজিরে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। জীবনরে এই সময়ে আমরা যে উপদশেগুলো দয়িে থাকি তা হচ্ছে:

এক:

ওয়াজবি বা মুস্তাহাব সব নকে আমল করার চষ্টো করব। হারাম, সংশয়পূর্ণ ও মাকরূহ আমলগুলো থকেে দূরে থাকার ব্যাপারে সচষ্টে থাকব।

শয়তানরে জালে পড়া থকেে নজিকেে রক্ষা করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থকেে দূরে রাখার ক্ষত্রেে যে মাধ্যমগুলো সহায়ক সগেুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- আল্লাহর নজরদারকিে অনুভব করা ও তাঁর বড়ত্বকে স্মরণে রাখা; বশিষেতঃ একাকী থাকাকালে। কবি বলনে:

‘যদি তুমি কোনো দনি একাকী হও তাহলে বলো না আমি একা; বরং বলো: আমার একজন পর্যবক্ষেক আছনে। কখনো মনে করো না যে আল্লাহ এক মুহূর্ত গাফলে হন, মনে করো না যে, তুমি তার থকেে যা গোপন করছ তা তনিি জাননে না।’

অন্য একজন কবি বলনে:

‘যদি তুমি অন্ধকারে নর্জিনে কোনো সন্দহেজনক কাজ করতে চাও এবং মন তোমাকে সীমালঙ্ঘনরে দকিে আহ্বান করতে

থাকে, তখন আল্লাহর দৃষ্টিপাতকে লজ্জা করো এবং মনকে বলো: যিনি এই অন্ধকারের স্রষ্টা তিনি আমাকে দেখছেন।'

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটে না চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (কখামত চলো না)। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাকে তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিবেই।"[সূরা নূর: ২১]

শয়তানের পদাঙ্ক একটি শৃঙ্খলের মত। যে এর পেছনে ছুটে চলে তার যাত্রা কখনো সমাপ্ত হয় না। প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্বের পদক্ষেপের চেয়ে ভয়াবহ, যদি না মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকা এবং তাওবা করার মাধ্যমে নিজেকে শুধরে নেয়।

- সকল পাপ থেকে তাওবাহ করা। মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা পাপ সংঘটিত হতেই পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে পাপ ছেড়ে দিয়ে তাওবা করা, পাপে অবিচল থাকা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে ফেলে আল্লাহর স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা জেনেশুনে নিজেদের কৃতকর্মের উপর জিদ করে থাকে না।"[সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে। আর ভুলকারীদের মাঝে তাওবাহকারীরা সর্বোত্তম।"[ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, বর্ণনা নং (৪২৫১)। শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান]

- মৃত্যু ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করা। যে ব্যক্তি স্মরণ করে যে হঠাৎ মৃত্যু আসবে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ তাকে তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন; সে পাপ করতে ভয় পেয়ে তা থেকে বিরত থাকবে।
- আল্লাহর কাছে নেক কাজ করা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক চেয়ে দোয়া করা। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি দোয়া করে, তিনি তাকে হতাশ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"(হে রাসূল!) আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় (তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও), আমি তো

কাছইে আছি। কউে যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দইে; অতএব; তারাও আমার ডাকে সাড়া দকি এবং আমাকে (যথার্থভাবে) বশি্বাস করুক যাতে তারা ঠকি পথে থাকতে পারে।”[সূরা বাকারা: ১৮৬]

দুই:

সৎসঙ্গীদরে সাহচর্য গ্রহণ এবং মন্দ সঙ্গীদরে থকেে দূরে থাকার ব্যাপারে সচষ্টে হও। কারণ সঙ্গী ব্যক্তকিে টনেে নয়িে যায়। তাই বলা হয়ে থাকে: "কোনো মানুষ সম্পর্কে জজ্ঞিাসা না করে তার সাথী সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করো। প্রত্যকে ব্যক্তি তার সাথীকে অনুসরণ করে।"

তনি:

নজিরে সময়কে দ্বীন-দুনয়িার উপকারী কাজে নয়িোজতি রাখবে। অলসতা থকেে সাবধান হও। কারণ জীবনরে এই সময়টতিে এটইি সবচয়েে ভয়াবহ ক্ষতকির বষিয়।

চার:

যদি তুমি মানুষরে হৃদয় জয় করতে চাও তাহলে তাদরে সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তোমার আচরণ সুন্দর করবে। তাদরে সাথে পারস্পরকি সহযোগতিা করবে এবং তাদরে নানান প্রয়োজন পূরণ করবে। এর মাধ্যমে তুমি তাদরে মন জয় করতে পারবে। তুমি কি কবরি কথা শুননি:

‘মানুষরে সাথে সদাচরণ করে তাদরে মনকে বশীভূত করে নাও,

সর্বদা মানুষরে প্রতি সদাচরণই তাদরেকে বশ করে আসছে।’

আলী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বর্ণতি রয়ছেে:

‘তুমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করো, তার পরচিালক হতে পারবে। তুমি যার প্রতি ইচ্ছা মুখাপক্ষেী হতে পারো, তার কাছে তুমি বন্দি হয়ে পড়বে। আর তুমি যার থকেে ইচ্ছা নজিরে নর্িভরতা সরয়িে নতিে পারো, তাহলে তুমি তার অনুরূপ হতে পারবে!’

তবে আমরা এখানে মানুষরে হৃদয় জয় করা এবং তাদরে ভালোবাসা অর্জন করার ব্যাপারে তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কথা বলছি। আল্লাহ তা’আলা বলনে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

“নশি্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে করুণাময় তাদরে জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দবিনে।” কাতাদাহ রাহমিাহুল্লাহ

এই আয়াতরে তাফসীরে বলনে: 'আল্লাহর কসম! ঈমানদারদরে অন্তরে (ভালোবাসা সৃষ্টি) করে দবিনে। আমাদরে কাছে বর্ণতি হয়ছে, হারাম ইবনে হাইয়্যান বলতনে: কোনো বান্দা যদি তার হৃদয় নয়িে আল্লাহর দকিে ধাবতি হয় আল্লাহ মুমনিদরে হৃদয়কে তার দকিে ধাবতি করে দনে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে তাদরে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য রযিকি হসিবে প্রদান করনে।'[তাফসীরুত ত্বাবারী (১৮/২৬৬)]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসনে তখন জবিরলিকে ডকেে বলনে: আমি অমুককে ভালোবাসি সুতরাং তুমওি তাকে ভালোবাস। তনিি বলনে: ফলে জবিরলি তাকে ভালোবাসে। অতঃপর সে আসমানে ঘোষণা করে: আল্লাহ অমুককে ভালোবাসনে সুতরাং তোমরা তাকে ভালোবাসো। ফলে আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে।" তনিি বলনে: অতঃপর যমীনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা তরৈী করে দয়ো হয়। পক্ষান্তরে যখন তনিি কোন বান্দাকে অপছন্দ করনে জবিরলিকে ডকেে বলনে: "আমি অমুককে অপছন্দ করি সুতরাং তুমওি তাকে অপছন্দ করো"। তনিি বলনে: ফলে জবিরলি তাকে অপছন্দ করে। এরপর সে আসমানবাসীদরে মধ্যে ঘোষণা দয়ে, আল্লাহ অমুককে অপছন্দ করে সুতরাং তোমরাও তাকে অপছন্দ কর। তনিি বলনে: ফলে তারা তাকে অপছন্দ করে। এরপর জমনিে তার জন্য নন্দিা তরৈী করে দয়ো হয়।"[হাদীসটি বুখারী (৭৪৮৫) ও মুসলমি (২৬৩৭) বর্ণনা করনে]

ওহে আল্লাহর বান্দী! দখেলে তো। মানুষরে মন জয় করা ও তাদরে ভালোবাসা অর্জন করা তোমার হাতে নইে কংিবা তুমি ছাড়া অন্য কোনো মানুষরে হাতওে নইে। বরং এটি কবেল মহান আল্লাহর হাতে। তনিইি অন্তরসমূহরে মাঝে সৌহার্দ্য তরৈি করনে, আবার দূরত্ব সৃষ্টি করনে। তনিইি দান করনে এবং বাধা দনে। তনিি উপরে ওঠান এবং তনিি নামযিে দনে। এ সবই সৃষ্টরি প্রতি তার প্রভুত্বরে দাবি।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন মুমনি বান্দার শ্রষ্ঠে কাম্য বষিয়। আমরা কীভাবে সইে মহান লক্ষ্য অর্জন করব তার মাত্র একটি পথ আছে। সটেি হচ্ছে তাঁর নবীর অনুসরণ করা ও আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলনে:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো; ফলে আল্লাহ তোমাদরেকে ভালোবাসবনে এবং তোমাদরে পাপসমূহ ক্ষমা করে দবিনে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[সূরা আলে-ইমরান: ৩১]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেনে: "আল্লাহ তা'আলা বলনে: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলরি সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বরিুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছেি তা দ্বারাই সে আমার অধকি নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতরে মাধ্যমওে আমার নকৈট্য হাছলি করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দয়িে সে শুনে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দয়িে সে দখেে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা

দয়িে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দয়িে সে চলাফরো করে। সে আমার কাছে কছিু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দইে। সে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দইে। "মুমনিরে আত্মা কবজরে ক্ষত্রেে আমি যতবশেী দ্বধিাগ্রস্ত হই অন্য কোন বষিয়ে আমি সে রকম দ্বধিাগ্রস্ত হই না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তার কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি"।[হাদীসটি বুখারী (৬৫০২) বর্ণনা করনে]

এরপরও যদি খারাপ কউে থাকে যে চায় মুমনিদরে মাঝে অশ্লীলতা ছড়য়িে পড়ুক, তোমার খারাপ চায়, তোমাকে তাদরে মত হতে বলে, তুমি যে আর-রহমানরে আনুগত্যরে উপর আছ, ইবাদতরে মঞ্জলিগুলো ও ঈমানরে শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে অনুরাগী সটো তাদরে মনঃপুত না হয়, তাহলে হে আল্লাহর বান্দী! তুমি তাদরে কথায় ভ্রুক্ষপে করবে না। তুমি সরল পথে চলতে থাকো। আল্লাহর নকেকার বান্দাদরে সাথে থাক। কবি বলনে:

‘যখন আমার গোত্ররে সম্ভ্রান্ত লোকরো আমার প্রতি তুষ্ট হয়,

তখন আমার গোত্ররে দুষ্ট লোকরো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।’

এখানে আমরা পতিা-মাতা ও নকিটাত্মীয়দরে প্রতি সদাচরণরে প্রতি বশিষে জোর দবি। কারণ এরা সদাচরণ পাওয়ার সর্বাধকি হকদার এবং এদরে অন্তর জয়ে সর্বাধকি চষ্টো চালানোর অধকিারী। তোমার পতিা-মাতা তোমাকে ছোট মনে করে যে আচরণ করে এতে তুমি ধর্যৈ ধারণ করবে। কারণ তুমি যত বড়ই হও না কনে তোমার পতিা-মাতার চোখে তুমি ছোট।

অথকিন্তু পতিা-মাতা তোমার পরচিালনা, দখোশোনা, প্রতপিালন এবং শষ্টিাচার শক্ষিা দওেয়ার অধকিার রাখনে। তারা তোমার ব্যাপারে আমানতদার। দুনয়িা ও আখরিাতে তারা এ ব্যাপারে জজ্ঞিাসতি হবনে। তোমাকে তারা শষ্টিাচার, দ্বীনরে বধি-বধিান মনেে চলা এবং শরীয়তরে সাথে সাংঘর্ষকি নয় এমন সামাজকি প্রথা ও রীতনীতকিে সম্মান করার ক্ষত্রেে জোর করার অধকিার রাখনে। এ বষিয়গুলো উঠতি বয়সীর প্রবৃত্তি ও ঝোঁকপ্রবণতার সাথে সাংঘর্ষ বাধায়। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সটোকে তুমি সমস্যা হসিবেে চহ্নিতি করছ ও অনুভব করছ। আমরা বুঝাতে চাচ্ছি: তোমার উঠতি বয়সরে প্রবৃত্তি ও ঝোঁকপ্রবণতা যা দাবী করে সটোর সাথে শষ্টিাচার যা আবশ্যক করে এবং পতিা-মাতার পরচিালনা ও কর্তৃত্বরে অধকিার যা অনবিার্য করে উভয়টরি মাঝে সমন্বয় সাধন করার পরস্থিতিি।

এর থকেে তুমি তোমার বাকি প্রশ্নরে উত্তর পয়েে যাবে। যদি তোমার এই বান্ধবী দ্বীনদার হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে সৌহার্দ্য রাখা ও তার কাছাকাছি থাকার ব্যাপারে তুমি সচষ্টে হও। আর যদি সে মন্দ ও খারাপ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তুমি নজিকেে তার থকেে দূরে সরয়িে রাখো। তাহলে সওে তোমার থকেে দূরে চলে যাবে।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“খারাপ নারীরা খারাপ পুরুষদরে জন্য এবং খারাপ পুরুষরো খারাপ নারীদরে জন্য। আর ভালো নারীরা ভালো পুরুষদরে জন্য এবং ভালো পুরুষরো ভালো নারীদরে জন্য। লোকরো যা বলে (যে খারাপ উক্তি কর) তা থকেে এরা সম্পূর্ণ নর্িদোষ। এদরে জন্য রয়ছেে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবকিা।”[সূরা নূর: ২৬]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।